গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৯/১২/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পে কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৭১৫.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৮.১৫%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫০৫.২২ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৪.০১%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-নভেম্বর মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ১৭.০৬%। সভাপতি সকল প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ

৮২.৭৪ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৭.০৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.৬৫%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৩২.৪৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.৯৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২৬.১৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.২০%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৬৮.৫৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৪.৩৯%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১.৯৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১২.৬৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৪৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৫%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫১৯.২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.১৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৬%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.০৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.৬৫%।

প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গত ১২ ডিসেম্বর পিএসসি সভায় সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আশা প্রকাশ করেন যে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। ১১টি স্টেশনের মধ্যে ৮টি স্টেশনের (১) সারাবো (কাশিমপুর), গাজীপুর; ২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, ঢাকা; ৩) রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা; ৪) গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৫) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; ৬) কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম; ৭) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; ৮) কোনাবাড়ী, গাজীপুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই ৮টি স্টেশনের মধ্যে কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ স্টেশন ব্যতিত অপর ৭টি স্টেশন হস্তান্তর করা হয়েছে। কাচঁপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ স্টেশনটি হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান আছে। ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৩টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয়নি। এই ৩টি স্টেশন হলো; ৯) কালুরঘাট, চট্টগ্রামের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৯৫%; ১০) শিবু মার্কেট, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ স্টেশনটি গত ১৮ ডিসেম্বর প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় স্টেশনটির কাজের অগ্রগতি ৮৫%; এবং ১১) রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৫% শেষ হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ৮২.৭৪ কোটি টাকা ছাড়ের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী ২৬.০০ কোটি টাকা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খরচ হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিল ৬১৭.১৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প পরিচালনায় মোট ব্যয় হবে ৫৪৭.০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৭০.১৯ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকবে। তার মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রায় ৩৫.০০ কোটি টাকা, ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ০.৪৮ কোটি অন্যখাতে ৩৪.৭১ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, এ প্রকল্পের তেমন কোনো সমস্যা নেই। প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি বেশ ভালো। শিবু মার্কেট স্টেশনটি পিছিয়ে ছিলো কিন্তু কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও বলেন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ০৭ প্রকার অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। আহ্বানকৃত পুন:দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ০১ (এক) প্রকার অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট সরঞ্জামাদি পর পর ০৪ (চার) বার উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা সত্ত্বেও কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা না দেওয়ায় ক্রয়কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। পিএসসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি সার্বিক সমাপ্তির জন্য প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;
(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;
(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে ফায়ার কৌশল অধিকতর সুবিধার জন্য অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণসহ কোন ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে পরিচালন বাজেট থেকে তা সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	"ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার স্টেশন পুন: নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (নভেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৭ খ্রি.)	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ১৮/১২/২০২৩ তারিখে সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সভার নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৭)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুন:নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পাওয়া গেছে। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (মার্চ /২৩ হতে জুন/২৬)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে গত ০৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো বিভাগে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (অক্টোবর/২৩ হতে জুন/২৬)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্পটি ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। একনেক এর নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি হালনাগাদ এর কাজ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে চলমান আছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন (FARSOW) প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৫, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (নভেম্বর/২৩ হতে জুন/২৭)	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে ০৮/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পাওয়া গেছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই বাছাই সভার জন্য ডিপিপির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অগ্নি অনুবিভাগের মতামত পাওয়া গেছে। অগ্নি অনুবিভাগের মতামত অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	৩০/০৮/২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে জানুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

৭.	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা/সদর স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি ৫৭ ফায়ার স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি'র অংশ প্রস্তুত করে গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৮.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুযারি/২৪ হতে জুন/২৭)	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯/১০/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ডিপিপি'র উপর গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূনর্গঠিত ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান আছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৯.	মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুয়ারি, ২০২৩-জুন, ২০২৮ খ্রি.)	অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২২/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪.৩৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৯%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৪৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৫%। যুগ্মসচিব প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, বর্ণিত প্রকল্পের নকশায় পতিত পুরাতন ভবন ২টি ভেঙ্গে অপসারণের নিমিত্ত নিলাম দরপত্র আহ্বান করা হয়। ইতোমধ্যে ভবন ভাঙ্গার নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ভবন ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের প্রধান পূর্তকাজ- ড্রাগ ডি- অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১টি বেইজমেন্টসহ ১৩তলা ভবন) (পূর্ত-২) নির্মাণ কাজের গণপূর্ত রেট সিডিউল, ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত চূড়ান্ত প্রাক্কলন ৯৩০৯.৫২ লক্ষ টাকা। যা ডিপিপিতে গণপূর্ত রেট সিডিউল, ২০১৮ অনুযায়ী সংস্থানকৃত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৯৫১৮.৮৫ লক্ষ টাকা কম হওয়ায় দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও অনুমোদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছেএবং ভবন ভাঙ্গার কাজ শেষ হলে নতুন ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হবে। তবে মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা) নির্মাণ (পূর্ত-১) কাজের গণপূর্ত রেট সিডিউল, ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত চূড়ান্ত বিস্তারিত প্রাক্কলন ১২৩৪.০০ লক্ষ টাকা। যা গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল, ২০১৮ অনুযায়ী অনুমোদিত ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৫৫৩.৩৩ লক্ষ টাকা বেশি হওয়ায় দরপত্র আহবান সম্ভব হচ্ছে না। পূর্ত-১ এবং পূর্ত-২ এর বিস্তারিত প্রাক্কলন অনুমোদিত ডিপিপির গণপূর্ত রেট সিডিউল, ২০১৮ এর পরিবর্তে বর্তমানে অনুমোদিত রেট সিডিউল, ২০২২ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে বিধায়, পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমতির নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) পুরাতন ভবন দুইটি ভেঙ্গে অপসারণের কাজ দ্রুত শেষ করে দ্রুত প্রকল্পের প্রধান পূর্তকাজ- ড্রাগ ডি- অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১ টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) (পূর্ত-২) নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;
(গ) পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণপুর্বক দ্রুত মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা) (পূর্ত-১) কাজের দরপত্র আহ্বান করতে হবে;
(ঘ) বর্তমান অর্থবছরে পূর্ত কাজে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় সম্ভব তার চাহিদা গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহপূর্বক সে মোতাবেক যৌক্তিকভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি প্রস্তুত করতে হবে;
(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন জমি চূড়ান্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বাকী ০৫ টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ) ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ০২/১০/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া গেছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত: ০৫টি বিভাগের পরিবর্তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৭টি বিভাগীয় শহরেই ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। চট্টগ্রাম ও রংপুরে জমি অধিগ্রহণ না হলেও প্রাথমিকভাবে জমি নির্বাচন করে ০৭টি বিভাগের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
২.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/১১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩.	০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ	শুরুতে প্রকল্পটিতে ০২ (দুই) টি বিভাগে (খুলনা, রংপুর) বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের এর সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক টেস্টিং ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত করে ৩তলার পরিবর্তে ৫তলা বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রনয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনের নিমিত্ত গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ চাহিদামালা এবং ভবনের উচ্চতা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করে স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রনয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নকশা সংশোধন করা হচ্ছে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৭৬৬.২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.২৪%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪১৪.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৯%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪১২.২৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৬৭%। অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে ৮৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম ২টি কিস্তি পাওয়া গেছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ৪১৪.৯০ কোটি টাকার মধ্যে ৪১২.২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ১.০০ কোটির কিছু টাকা অব্যয়িত আছে। ৩য় কিস্তির জন্য অর্থবিভাগে পত্র দেওয়া হয়েছে। অর্থবিভাগ ১০০.০০ কোটি টাকা প্রদানে সম্মত হয়েছে এবং ১৯/১২/২০২৩ তারিখে অর্থছাড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, সংশোধিত বাজেটে ২৬০ কোটি টাকা দরকার হবে। আউটসোর্সিং এর জন্য যে ১৯০ জন জনবল ছিল সেটা ৫৪জন বাড়িয়ে ২৪৪ জন করা হবে। তাছাড়া ভাড়ায় ২টি কোস্টার নিতে হবে। সভাপতি কোস্টার এত বছর পরে কেন দরকার হলো জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এখন ১টি কোস্টার আছে। লোড বেড়ে যাওয়ার কারণে আরো ২টি কোস্টার দরকার হবে। কোস্টার ভাড়া নেওয়ার জন্য অনুমতি পাওয়া গেছে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে কাজের গতি বৃদ্ধি ও মানসম্মত কাজের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা

সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৫.০৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৬২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৭%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৭.৫৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৪০%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩.৮৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৩.৮০%। প্রকল্পের অন্যান্য বিষয় সমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিবের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ইতালি থেকে লিফট জাহাজে গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় ট্রাকিং এর মাধ্যমে লিফটের অবস্থান জানার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। কত দিনের মধ্যে লিফট পৌছাতে পারে সভাপতির এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উন্নয়ন, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, সাধারণত ১৫ দিনের বেশি সময় লাগে না। জমি সংক্রান্ত কোনো জটিলতা আছে কিনা যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, চুয়াডাঙ্গার জমি ও ভবন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ছিলো। জমি বাবদ ৭.০০ লাখের বেশি টাকার সমস্যা ছিল। তাছাড়া ঠাকুরগাঁও এ জমি সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো। সভাপতি মহোদয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ঠাকুরগাঁএ খাস জমির সমস্যার সমাধান হয়েছে। জমির সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতি মহোদয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষন করলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই মর্মে সভাপতিকে জানান। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সভা আয়োজন করার কোয়ারি কত তারিখে পাওয়া গেছে জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত ১২/১২/২০২৩ তারিখে তিনি পত্র পেয়েছেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাক্ষাত পাওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) আন্ত: খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(গ) ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এক্সেটেনশন প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা আগামী ২৮/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ভিসার কাজ চলমান রয়েছে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। <u>কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প</u>:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০.৫০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি। সভাপতি মহোদয় 'খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ'প্রকল্পে কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইলে পরিচালক বলেন, ১টি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অর্থবিভাগে পত্র দেওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগ থেকে অনুমতি পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) <u>ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৪.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.৯৭%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৫০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.১২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১০টি টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ০৭টি নোয়া দেওয়া হয়েছে ০১টির কাজ শুরু হয়েছে এবং ০২টির কাজ চলমান আছে। এখনো কোনো কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, তার প্রকল্পের ০২টি ইস্যু আছে যার মধ্যে একটি লিফট সংক্রান্ত সমস্যা ও অন্যটি বালু ভরাটের সমস্যা। গত ০৬ নভেম্বর লিফটের টেন্ডার করা হয়েছিল। টেন্ডারে ১টি মাত্র প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল। গত বারের চেয়ে ২৮.৮৫% দাম লিফটের কম্পোনেন্টে বেশি এসেছে। সভাপতি মহোদয় সরকারি বিবিবিধান অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে ভূমি উন্নয়নে বালু ভরাটের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ময়মনসিংহ এর ডিসি মহোদয়কে জানানোর জন্য প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানালে সভাপতি মহোদয় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) কে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় হয়নি। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সভাপতি মেশিন টুলসের সাথে চুক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাপতিকে জানান, তারা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অতিসত্ত্বর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে। গত ১৮/১২/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে এ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সরকারের অন্যান্য নিরাপত্তা সমূহ কীভাবে জ্যামার ক্রয় করে এর একটি তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অবহিত করতে হবে;
(খ) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) জ্যামার ক্রয়ের বিল অনুযায়ী অর্থ সুরক্ষা সেবা বিভাগের থোক থেকে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে আছে। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৪.৭৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৭.১৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮.৩০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৯.২৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬২%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬.৬৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৩.৩৩%। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, গত ১৪/১২/২০২৩ তারিখে পিআইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি খুব তাড়াতাড়ি প্রকল্পটির পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৩.৩৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৭৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৪%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.২০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৬৫%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৫৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৪.৮২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৩ নং প্যাকেজে ৩বার টেন্ডার করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ৩নং প্যাকেজের কার্যক্রম শুরু করা যাবে এবং এ প্যাকেজটি ৮৫.০০ কোটি টাকার। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য ১০টি প্যাকেজ আছে যার মধ্যে ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান। ৮ নং প্যাকেজ পূর্ত অধিদপ্তরে মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। ৩ নং প্যাকেজের ৯/১১/২০২৩ তারিখে টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৭/১১/২০২৩ তারিখে ওপেন হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, কুমিল্লা কারাগারের সীমানা নিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে সমস্যার সমাধান করা নিয়ে আলোচনা চলছে। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ১১ একর জমির মধ্যে ছাড় দিয়ে বিল্ডিং বরাবর ৪ একর নেওয়া হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাপতিকে জানান, ৪ একর বরাবর জায়গা নেওয়া হলে কারাগারের নকশার কোনো পরিবর্তন করতে হবে না। সভাপতি সহজে বিষয়টি মেটানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪০.১৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৮৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৬%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৫৪%।নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯.৫৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৩.০১%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ১৮/১২/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ বরাদ্দের কোনো সমস্যা না থাকার কারণে প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি আগামী সভার আগে উক্ত প্রকল্পের Site Development এর অগ্রগতি ও প্রকল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২.৭২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১১.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১৯.৯৯ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৮%। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.১০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.৭৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০১৮ সালের রেট সিডিউল বাদ দিয়ে ২০২২ এর রেট সিডিউল করায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ করতে সম্মত হয়েছে। গত ১৪/১২/২৩ তারিখে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চিঠি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তাছাড়া ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো জানান, পূর্ত কাজের ০৭টি প্যাকেজ ছিল তার মধ্যে ০৫টি প্যাকেজের দরপত্র হয়েছিল। ০২টি

প্যাকেজ বাতিল হয়েছে। মাস্টার প্লান পরিবর্তন করার কারণে আরো অনেক কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডিপিপি বাস্তাবায়নের সময় জমির পরিমাণ ছিল ১৪.৬৭ একর। গত ২৫/১০/২০২৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ৯.২৩৭৮ একর জমি পাওয়া গেছে। কারাগারের জমি আছে ৪.১৮ একর ও ৯.২৩৭৮ একর মিলিয়ে কারাগারের মোট জমির পরিমাণ ১৩.৪১৭৮ একর অর্থাৎ জমির পরিমাণ কমে গেছে। সেজন্য ভবনগুলো স্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। নকশায় পরিবর্তন আনা হয়েছে সাথে সাথে রেট সিডিউল পরিবর্তন হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, নতুন জমি অনুযায়ী নকশা সম্পন্ন করে কারা মহাপরিদর্শককে দেখানো হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছেন এখন ২/১ দিনের মধ্যে পত্র দিয়ে কারা অধিদপ্তরে পাঠানো হবে। সভাপতি প্রকল্পের কাজ নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) কাজ না করায় বাতিলকৃত ঠিকাদারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(গ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন হতে ভবন সমূহের ব্যয় প্রাক্কলণের জন্য রেট শিডিউল ২০২২ এবং ২০২৩ এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত একাডেমিতে কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, তা জানতে চেয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১৫-১১-২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের জবাবে ২২-১১-২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-৪, তারিখ ১০/০৪/২০১৬, স্থান- কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় কারা হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কারাগারে হাসপাতাল নির্মাণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা, সে বিষয়ে উপ-পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) টেলিফোনে আলোচনা করেছেন। হাসপাতাল নির্মাণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিধিবিধানে কোনো জটিলতা বা সাংঘর্ষিক বিষয় নেই মর্মে উপ-পরিচালক (হাসপাতাল) কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) কে জানিয়েছেন।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.২৯৯

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪৩০
২৮ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

১০) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

১৬) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)

২৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

অঞ্জন কুমার সরকার
সিনিয়র সহকারী সচিব